তারিখ ... 13 JUN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

দেশপ্রেম ও সততায় নম্বর পাবে শিক্ষার্থীরা

এম এইচ রবিন ●

দেশপ্রেম ও সততার জন্য পরীক্ষায় নম্বর পাবে শিক্ষার্থীরা। আচরণ ও মূল্যবোধের ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের। ২০১৮ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে এই পদ্ধতি। এ ছাড়া শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়গুলো এসএসসি ও সমমানের পাবলিক পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এসব বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মান যাচাই করা হবে।

শিক্ষার্থীদের নিয়মানুবর্তিতা দেশপ্রেম এবং সচেতনতা বিবেচনা করে আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন হবে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) থেকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো এক নোটিশে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। এনসিটিবির সদস্য (পাঠক্রম) প্রফেসর মো. মশিউজ্জামান স্বাক্ষরিত নোটিশটি গত ১৮ এপ্রিল ইস্যু করা হয়েছে।

জানা গেছে, একজন শিক্ষার্থীর ১০টি নির্দেশকের আলোকে তার আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হবে। এগুলো হলো– নিয়মানুবর্তিতা, দেশপ্রেম, সততা, নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহিষ্ণুতা, সচেতনতা এবং সময়ানুবর্তিতা। বিদ্যালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার গড় নম্বর ধরা হবে।

এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়, একজন শিক্ষার্থী প্রতিটি নির্দেশকের জন্য ৩ নম্বর (অতিউত্তম) বা ২ (ভালো) বা ১ নম্বর (অগ্রগতি প্রয়োজন) পাবে। ১ম ও ২য় সাময়িক পরীক্ষায় গড়ে ১০টি নির্দেশকের জন্য একজন শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ ৩০ এবং সর্বনিম্ন ১০ নম্বর থাকতে হবে। এই মূল্যায়নে চার স্তরের পৃথক নম্বর প্রদান করবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যেমন নম্বরের সীমা ২৬-৩০ নম্বর হলে শিক্ষার্থী আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়নের 'অতিউত্তম' বলে বিবেচিত হবে। ২১-২৫ নম্বরে হবে 'উত্তম', ১৬-২০ নম্বরে 'ভালো' এবং ১০-১৫ নম্বরপ্রাপ্ত

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

দেশপ্রেম ও সততায়

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে 'অগ্রগতি প্রয়োজন' বলে ধরা হবে।

২০১৮ সালের এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে দশম শ্রেণির প্রথম সাময়িক ও প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষায় ধারাবাহিক মূল্যায়নে নম্বরের গড় বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডগুলোয় পাঠাতে হবে।

২০১৯ সাল থেকে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নবম শ্রেণিতে ১ম ও ২য় সাময়িক এবং দশম শ্রেণিতে ১ম সাময়িক ও প্রাক-নির্বাচনী পরীক্ষাসহ মোট চারবার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। চারবারের প্রাপ্ত নম্বরের গড় নম্বর বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষাবোর্ডে পাঠাতে হবে। শিক্ষাবোর্ড এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার নম্বরপত্রের সঙ্গে বিদ্যালয় মূল্যায়নে প্রাপ্ত বিষয়গুলোর নম্বর শিক্ষার্থীদের গ্রেড নির্ধারণে প্রযোজ্য হবে না। বিষয় দুটির প্রাপ্ত নম্বর বিশেষ যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধের মূল্যায়ন মতামত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। প্রতি সাময়িকীর শিক্ষার্থীদের আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন মতামত অবশ্যই অভিভাবকদের জানাতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আমাদের সময়কে জানান, আচরণ ও মূল্যবোধের ধারাবাহিক মূল্যায়নের চর্চা থেকে আদর্শ নাগরিক হয়ে উঠতে সহায়ক হবে একজন শিক্ষার্থীর। এজন্য এমন সিদ্ধান্ত সরকারের।

এনসিটিবির ওই নোটিশে পাবলিক পরীক্ষায় যে বিষয়গুলো অন্তভুক্ত হবে না, তার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। এতে 'শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা' বিষয়ে পূর্ণমান করা হয়েছে ১০০ নম্বর। এর মধ্যে তত্ত্বীয় ৪০ এবং ব্যবহারিক ৬০ নম্বর। তত্ত্বীয় অংশে শ্রেণি অভীক্ষায় ২০ নম্বর এবং বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজে থাকবে ২০ নম্বর। তবে কমপক্ষে ৩টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ২টি শ্রেণি অভীক্ষার নম্বর বিবেচনা করা হবে। এ ছাড়া কমপক্ষে ২টি বাড়ির কাজ বা অনুসন্ধানমূলক কাজ মূল্যায়ন করা হবে। সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ১টির নম্বর বিবেচনা করা হবে। ব্যবহারিক অংশে ৬০-এর মধ্যে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ৪০ নম্বর আর খেলাধুলায় পারদর্শিতায় ২০ নম্বর থাকবে। তবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কমপক্ষে ১টি খেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চত করতে হবে। মাঠে শিক্ষার্থীর খেলাধুলায় অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে নম্বর প্রদান করা হবে।

'ক্যারিয়ার শিক্ষা' বিষয়ে পূর্ণমান থাকবে ৫০ নম্বর। এর মধ্যে তত্ত্বীয় ৩০ এবং ব্যবহারিকে ২০ নম্বর। তত্ত্বীয় অংশে ৩০-এর মধ্যে শ্রেণির কাজ ১০ এবং শ্রেণি অভীক্ষা ২০ নম্বর। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা শ্রেণির কাজ মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করবেন। কমপক্ষে ৩টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ২টি শ্রেণি অভীক্ষার নম্বর বিবেচনা করা হবে। ব্যবহারিক ২০ হচ্ছে বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ। কমপক্ষে ২টি বাড়ির কাজ বা অনুন্ধানমূলক কাজ দিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ১টির নম্বর বিবেচনা করা হবে।

শিক্ষাবোর্ড কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সরকার পাবলিক পরীক্ষা কম সময়ে নেওয়া এবং পরীক্ষার বিষয় কমিয়ে আনার নীতিগত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় কিছু বিষয়ে বোর্ডের পরীক্ষা না নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত হয়েছে।